গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকাশনায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
ই-মেইলঃ info@modmr.gov.bd
ওয়েবসাইটঃ www.modmr.gov.bd

সহযোগিতায়ঃ

সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ
ই-মেইলঃ info.bangladesh@savethechildren.org
ওয়েবসাইটঃ www. Bangladesh.savethechildren.net

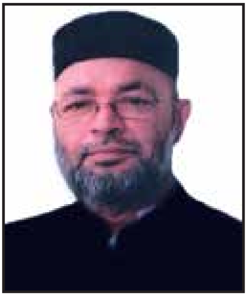

প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯' পুস্তিকা আকারে প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রয়োজনীয়তা ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরে অনুভূত হয়। এর পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠিত হয় ও জনসাধারণের জানমাল রক্ষার্থে ১৯৭৩ হতে কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা আজ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সাথে সাথে নগরবাসী নিত্যনতুন দুর্যোগ, যেমন-অগ্নিকান্ড, ভবনধস, জলাবদ্ধতা ইত্যাদির সম্মুখীন হচ্ছে। এসব দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

আমি আশা করছি যে, দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষ জাতি গঠনের মাধ্যমে জাতির জনকের কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে এই নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯ অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ নির্দেশিকা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি

সিনিয়র সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯' প্রণয়ন, প্রকাশ এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ২০১২ সালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনে দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে সরকার নগর স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরী করা হচ্ছে। এ সকল স্বেচ্ছাসেবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রশিক্ষণসহ তাদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দেরিতে হলেও একটি নির্দেশিকা প্রণীত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ নির্দেশিকা প্রণয়নের মাধ্যমে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের সামগ্রিক বিষয়টি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে যা ভবিষ্যতে সময়ানুগ চাহিদার আলোকে এবং রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার বিচারে অভিযোজিত হতে পারে।

আমার বিশ্বাস, এ নির্দেশিকা নগরভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবিলায় দক্ষ স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা, স্বাভাবিক সময়ে তাদের ব্যবস্থাপনা এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগে জানমাল ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এ নির্দেশিকা প্রকাশ ও অন্যান্য কার্য সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বেসরকারি সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য সকলকে আন্তরিক সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মোঃ শাহ্ কামাল

অতিরিক্ত সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে যেমন চিহ্নিত তেমনি দুর্যোগ মোকাবিলায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ হিসেবে স্বীকৃত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশের এ সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালাসমূহ যা শুরু হয়েছিল ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলী তৈরি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এরই ধারাবাহিকতায় তৈরি হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ১৩ ধারায় জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ এর অধ্যায় ২ এর ২.১, ২.২, ৩.৪.১, ৩.১২.১ এবং ৩.১৪.১ অনুচ্ছেদে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবক গঠন ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯ এর ৪.২.৭.১ উপধারায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবিলায় নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ নীতিমালা স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

আমি আশা করছি যে, দুর্যোগ বিষয়ক প্রণীত অন্যান্য বিধানাবলীর ন্যায় নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯ সকল ক্ষেত্রে অতি দ্রুত গ্রহণ যোগ্যতা পাবে এবং উত্তরোত্তর এর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমরা আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হব।

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন

নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯

নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৯

ভূমিকা- স্বেচ্ছাসেবার সংস্কৃতি আবহমান বাংলার ঐতিহ্য, যার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে। এছাড়া বৈশ্বিক বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আলোকে বাংলাদেশেও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন- গার্লস গাইড, বাংলাদেশ স্কাউট, রেডক্রিসেন্ট ও ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ইত্যাদি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য এবং বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রয়োজনীয়তা ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর অনুভূত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি প্রতিষ্ঠিত হয়। উপকূলীয় জনসাধারণের জানমাল রক্ষার্থে ১ জুলাই ১৯৭৩ হতে কর্মসূচিটি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা আজ পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সূচিত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আশির দশক থেকে এদেশে নগরায়ণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। দ্রুত নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সাথে সাথে নগরবাসী নিত্যনতুন দুর্যোগের যেমনঃ অগ্নিকাণ্ড, ভবনধস, শহরের জলাবদ্ধতা, রাসায়নিক বিস্ফোরণ ইত্যাদির সম্মুখীন হচ্ছে যা মোকাবিলায় এখনও শহরের মানুষ অভ্যস্ত নয়। এ কারণে শহরগুলোতে স্থানীয় পর্যায়ে যে কোন নগর দুর্যোগে প্রাথমিক ও তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এ নগর দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা ও গুরুত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সরকার ৬২,০০০ নগর স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলার প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরী হয়েছে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য কোন একক নির্দেশনা নেই। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের উদ্দেশ্যে নগর স্বেচ্ছাসেবক নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কাজে নগর দুর্যোগ নিয়ে কাজ করেন এমন অংশীজনদের

সাথে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এটি সময়ানুগ চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

১। **স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়-** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

২। **নগর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর আইনগত ভিত্তি-** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ এর ১৩ ধারায় জাতীয় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ এর ২.১, ২.২, ৩.৪.১, ৩.১২.১ এবং ৩.১৪.১ উপ-অনুচ্ছেদে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া সংশোধিত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১৯ এর ৪.২.৭.১ উপ-অনুচ্ছেদে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবিলায় নগর স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠনের বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং সিটি কর্পোরেশনের সমন্বয়ে পর্যায়ক্রমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৩। **স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের যোগ্যতা-** নগরে বসবাস করেন, কর্মক্ষম, কোন অপরাধমূলক কাজে অভিযুক্ত কিংবা সাজাপ্রাপ্ত নন এমন ব্যক্তি, স্বেচ্ছায় নিজের সময়, শ্রম এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের লক্ষ্যে নগর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জরুরি দুর্যোগে সাড়াদান কাজে নিয়োজিত থাকতে আগ্রহী জাতি, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেউ নগর স্বেচ্ছাসেবক হতে পারবেন। বিশেষ বিবেচনায় প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ব্যক্তি নগর স্বেচ্ছাসেবক হতে পারবেন।

স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভুক্তির যোগ্যতা-

১) বয়স- নগর স্বেচ্ছাসেবকের বয়সসীমা হবে ১৮-৭০ বছর;

২) আবাস- স্বেচ্ছাসেবককে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দা হতে হবে এবং এক্ষেত্রে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র আবশ্যক হবে;

৩) শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা- শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম হতে হবে;

৪) স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব- স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক তার প্রতিশ্রুত সেবার প্রতিদানে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান প্রত্যাশা করা যাবে না;

৫) দায়িত্বশীল, আন্তরিক ও জনমুখী এবং স্বেচ্ছাসেবায় নিয়োগযোগ্য সময় ও সুযোগ- প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সামাজিক চাহিদার আলোকে যে কোন সময় সেবাদানে উদ্যোগী হতে হবে। বছরব্যাপী ব্যক্তিগত উপস্থিতি/ প্রাপ্যতা বছরের শুরুতে নির্ধারিত ফর্মে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। সেবাদানে বিরত থাকতে চাইলে সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির আহবায়ক/ সদস্য সচিবকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে;

৬) প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ব্যক্তি- প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ব্যক্তিও স্বেচ্ছাসেবক হতে পারবেন, তবে তাদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ধরন ও বিষয় ভিন্নরূপ হবে;

৭) একই ব্যক্তি একাধিক ওয়ার্ডে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না।

৪। ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক-

১) প্রতি ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ঐ ওয়ার্ডের জনসংখ্যা, আয়তন এবং উপযুক্ততার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে;

২) স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীরা অগ্রাধিকার পাবে।

৫। স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও অব্যাহতি-

১) উপ-অনুচ্ছেদ ৩ (১) থেকে ৩ (৬) এ বর্ণিত তালিকাভুক্তির যোগ্যতার বিচারে প্রাথমিক তালিকা করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এ তালিকা যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে চূড়ান্ত অনুমোদন দিবে;

২) মৌলিক প্রশিক্ষণ- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাবেন। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা অন্য কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;

৩) মৌলিক প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্নকারী স্বেচ্ছাসেবকগণ অনলাইন ডাটাবেইজ-এ তালিকাভুক্ত হবেন।

৪) অব্যাহতি-

ক) দায়িত্বে অবহেলা বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে;

খ) আদালত কর্তৃক অন্যূন ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হলে;

গ) স্বেচ্ছায় কর্তব্য পালনে লিখিতভাবে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে;

ঘ) স্বেচ্ছাসেবক কার্যকলাপে বিরুদ্ধাচরণ/ অসদাচরণ করলে;

ঙ) মানসিক ও শারীরিকভাবে কর্তব্য পালনে অপারগ প্রমাণিত হলে;

চ) মাদকাসক্ত হলে বা মাদকের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে;

ছ) রাষ্ট্রবিরোধী কোন কার্যকলাপে সম্পৃক্ত হলে।

৫) পুন:অন্তর্ভুক্তিকরণ- কোন স্বেচ্ছাসেবক নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে চলে গেলে অথবা তিনি ইচ্ছাপোষণ করলে বসবাসরত অন্য এলাকাতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

৬। স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবস্থাপনা কাঠামো-

১) স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হবেন;

২) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর পরিচালনা কাঠামো এবং কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সমন্বিত ডাটাবেইজ এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা হবে;

৩) সব ধরনের নগর দুর্যোগে স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হবেন;

৪) কাজের ক্ষেত্রে তারা জেলা প্রশাসন/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে থাকবেন;

৫) যে কোন মাত্রার দুর্যোগে তারা তাৎক্ষণিকভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন;

৬) সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন; স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের ইউনিট প্রধান নির্বাচন করবেন;

৭) সুষ্ঠু কর্মসম্পাদন এবং সমন্বয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ন্যাশনাল ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (ঘঊঙঈ) দায়িত্ব পালন করবে। যেখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) এবং সিপিপি'র পরিচালক (প্রশাসন/ অপারেশন) সংযুক্ত থাকবেন;

৮) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুরূপ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় একজন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে থাকবেন। উক্ত কর্মকর্তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র/ ন্যাশনাল ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (ঘউজঈঈ/ ঘঊঙঈ) এর সাথে সমন্বয় করে দায়িত্ব পালন করবেন।

৭। স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য-

১) স্বাভাবিক সময়ে (দুর্যোগ পূর্ব)-

ক) নিয়মিত সভার মাধ্যমে সমন্বয় ও প্রস্তুতিমূলক কাজ, নিজেদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান করা ও প্রয়োজনে সামাজিক সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;

খ) রোস্টারভিত্তিতে বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজে যুক্ত থেকে দুর্যোগের ঝুঁকি ও অন্যান্য সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ সকল কাজে স্থানীয় এনজিও, ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান/ প্রাইভেট সেক্টর এর সাথে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

গ) জেলা প্রশাসন/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা বা অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থার কাজে প্রয়োজনে অংশগ্রহণ করা। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা;

ঘ) যে কোন দুর্যোগের পূর্বাভাস অথবা হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মপরিধিতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় (যেমনঃ দুর্যোগ বার্তা পৌঁছানোর জন্য মোবাইলে ১০৯০ তে ফোন, মাইকিং, নোটিশবোর্ড, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) জানিয়ে দেয়া এবং এ জাতীয় উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা;

ঙ) দুর্যোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ, মহড়া অনুশীলন, সাজ-সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ, সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। এছাড়াও অনলাইনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের চেষ্টা করা।

২) দুর্যোগকালীন-

ক) দুর্যোগের পূর্বাভাস অথবা কোন দুর্যোগ ঘটে গেলে, স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ নিজ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করে দুর্যোগ মোকাবিলায় অংশগ্রহণ করবেন;

খ) দুর্যোগে সাড়াদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর সাথে যোগাযোগকরতঃ স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক অনুসন্ধান এবং উদ্ধার কাজে দায়িত্ব পালন করবেন;

গ) ইউনিটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুর্যোগ পূর্বাভাস, দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক তথ্য অথবা তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা/ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় (যেমনঃ দুর্যোগ বার্তা পৌঁছানোর জন্য মোবাইলে ১০৯০-তে ফোন, মাইকিং, নোটিশবোর্ড, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) অবহিতকরণ;

ঘ) স্ব-স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় দুর্যোগকালীন ঝুঁকিতে থাকা আশপাশের জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসতে সহযোগিতা করা;

ঙ) আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করা;

চ) উদ্ধারকৃত মানুষ এবং গৃহপালিত প্রাণীকে তাৎক্ষণিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা/ পরিচর্যা করা;

ছ) উদ্ধারকৃত মানুষের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো বা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া;

জ) ইউনিটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গণপরিবহন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

ঝ) জরুরি দুর্যোগ সাড়াদান চাহিদা নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং সহায়তা করা;

ঞ) জরুরি দুর্যোগ সাড়াদান কাজের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মপরিধিতে যথাযথ প্রক্রিয়ায় (যেমনঃ দুর্যোগ বার্তা পৌঁছানোর জন্য মোবাইলে ১০৯০-তে ফোন, মাইকিং, নোটিশবোর্ড, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) অবহিত করা;

ট) ইউনিটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং ত্রিপক্ষীয়ভাবে সম্মত রোস্টারের আওতায় স্বেচ্ছাসেবকগণ ফায়ার সার্ভিসের অপারেশনাল কার্যক্রমে সহযোগিতা করা;

ঠ) দুর্যোগের কোন তথ্য পেলে সাথে সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে অবহিত করা।

৩) দুর্যোগ পরবর্তী-

ক) ইউনিটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা;

খ) আশ্রয়কেন্দ্র ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করা;

গ) প্রয়োজন ও চাাহিদা অনুযায়ী মানবিক সহায়তা (ত্রাণ) কার্যক্রমে সহায়তা করা;

ঘ) জরুরি দুর্যোগ সাড়াদান কাজের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে (যেমনঃ দুর্যোগ বার্তা পৌঁছানোর জন্য মোবাইলে ১০৯০-তে ফোন, মাইকিং, নোটিশবোর্ড, ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) জানিয়ে দেওয়া;

ঙ) দুর্যোগকালীন বা দুর্যোগ পরবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা। নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা এবং সে মোতাবেক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন করা।

৮। **স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বিত ডাটাবেইজ-** স্বেচ্ছাসেবকদের সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনলাইনভিত্তিক একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে, যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার ওয়েব পোর্টালের সাথে সংযুক্ত থাকবে। স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে স্বেচ্ছাসেবকদের হালনাগাদকৃত তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে। একজন কর্মকর্তা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থার ডাটা এন্ট্রি ও হালনাগাদ করার দায়িত্বে থাকবেন।

৯। **স্বেচ্ছাসেবকদের মেয়াদকাল-** মেয়াদকাল নির্ধারণে স্বেচ্ছাসেবকদের ইচ্ছা, আগ্রহ ও যোগ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচ্য হতে পারে:-

১) শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা থাকতে হবে;

২) সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর সহযোগিতায় উক্ত যাচাই কাজ সম্পন্ন হবে;

৩) নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ ইচ্ছায় অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ এর শর্ত সাপেক্ষে ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত নিযুক্ত থাকতে পারবেন। পরবর্তীতে শারীরিক সক্ষমতার আলোকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত থাকবেন।

১০। দায়িত্ব হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথবা সাময়িকভাবে অব্যাহতিপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন।

১১। **স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি-**

১) মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকগণ চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের জন্য বিবেচিত হবেন;

২) সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবকগণ উজ্জীবিতকরণ প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার ট্রেনিং) পাবেন;

৩) স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন;

৪) স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দুর্যোগ সাড়াদান কাজের পাশাপাশি অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পেতে পারেন;

৫) দক্ষ স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থার সাথে নিয়মিত/ খন্ডকালীন কাজের সুযোগ পেতে পারেন;

৬) কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উদ্যোগে অনলাইনে কোর্স করার সুযোগ পেতে পারেন।

১২। স্বেচ্ছাসেবকদের স্বীকৃতি-

১) কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মেয়র পদক এবং জাতীয় পদকে ভূষিত হবেন;

২) পদকপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগ বিষয়ক স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হবেন;

৩) পদকপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় ও জাতীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অগ্রাধিকার পাবেন।

৪) দুর্যোগকালীন স্বেচ্ছাসেবকগণ বিনা ভাড়ায় গণপরিবহন ব্যবহারের সুযোগ পাবেন তবে সেক্ষেত্রে তাদের আইডি কার্ড প্রদর্শন করতে হবে।

১৩। স্বেচ্ছাসেবক পরিচালনায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা-

১) স্বেচ্ছাসেবকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মনোনয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বাজেট হতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নির্বাহ করা যেতে পারে;

২) নিয়মিত সভা, ইউনিট সংশ্লিষ্ট এলাকায় সেবাদান, মাসিক যোগাযোগ ভাতা/ মোবাইল বিল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন/দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ বহন করতে পারে;

৩) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও জেলাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। এছাড়াও জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে।

১৪। **স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা-** স্বেচ্ছাসেবকগণ সরকারি, বেসরকারি, এনজিও এবং ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ/ প্রাইভেট সেক্টর থেকে নিম্নোক্ত সুবিধাদির জন্য বিবেচিত হবেন-

১) প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক ন্যাশনাল ডাটাবেইজের নম্বর অনুসারে ডিজিটাল পরিচয়পত্র পাবেন;

২) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং কাজের জন্য তারা স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার প্রাপ্য হবেন;

৩) বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত নগর স্বেচ্ছাসেবকগণ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণসহ অনুসন্ধান ও উদ্ধার সরঞ্জাম পাবেন।

৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/এনজিও/ ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান/ প্রাইভেট সেক্টর প্রভৃতি সংস্থা এ সকল সরঞ্জামাদি নিশ্চিত করবে। প্রতিটি সরঞ্জাম/ উপকরণ এবং উহার মান যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

৫) গ্রুপবীমার আওতায় স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন। বীমা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সুবিধা প্রদেয় হবে। পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন/ কোন বেসরকারি সংস্থা/ এনজিও/ ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান/ প্রাইভেট সেক্টর এর বাজেটে নগর স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পরিকল্পনা মোতাবেক এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান রাখা যাবে;

৬) স্বেচ্ছাসেবকগণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারি হাসপাতালে এবং যাতায়াতে বাস, ট্রেন ও লঞ্চের টিকিট প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন;

৭) স্বেচ্ছাসেবকদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে একটি মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে, যার ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে নগর স্বেচ্ছাসেবকগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

১৫। **নির্দেশিকা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, ব্যাখ্যা, ইত্যাদি-** সরকার এ নির্দেশিকার যে কোন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করতে পারবে। এ নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা দেখা গেলে তা দূরীকরণ, ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে যা এ নির্দেশিকায় উল্লেখ নেই সে বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং সে ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সহযোগিতায় ঃ সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ